UNIC Dhaka

# জাতিসংঘ সংবাদ
# DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

ঁজানুয়ারি ২০১৪ January 2014

২৭তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা Volume-XXVII, No. I

# অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে জাতিসংঘের বিষয়ে শিক্ষাদান

> শিক্ষক হিসেবে... ছাত্রদের আপনারা বিশ্ব নাগরিকের পরিচয়ে গড়ে উঠতে এবং তাদের সিদ্ধান্ত কীভাবে তাদের নিকটতম গণ্ডিকে ছাড়িয়ে অনেক দূরেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা অনুধাবনে সহায়তা করতে পারেন। আজকের তরুণদের মধ্যে একটা বিশ্ব নাগরিকত্ববোধ সঞ্চারে আপনাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য এক অনবদ্য অবস্থানে রয়েছে জাতিসংঘ।
>
> **মহাসচিব বান-কি মুন**

ব্যাপকভিত্তিক নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে কিছুটা চ্যালেঞ্জ থেকে গেলেও সিরিয়া তার রাসায়নিক অস্ত্রসম্ভার এবং এসব অস্ত্র তৈরির সুবিধা ধ্বংস করবে বলে ২০১৩ সালের ১ নভেম্বরের সময়সীমা মেনে নেয়ার খবরটি বিজয় এবং বিশ্বে সংঘাত নিরসন ও পরিহারে কূটনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা চালানোর অব্যাহত প্রয়োজন তুলে ধরেছে। আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের আঘাত রোধ করার জন্য। ৬০ বছরের বেশি সময় আগে যখন জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়েছিল তখন লক্ষ্য ছিল যে, এই সংস্থা জাতি রাষ্ট্রগুলোর প্রধান অংশীদারিত্ব হিসেবে কাজ করে সম্মিলিত নিরপত্তা বিধান ও কূটনৈতিক উপায়ে সংঘাত নিরসনের প্রচষ্টা চালাবে। স্নায়ুযুদ্ধের দিনগুলো থেকে শুরু করে এবং একবিংশ শতাব্দীতে সংঘাতরোধে জাতিসংঘের যে ভূমিকা অব্যাহত রয়েছে তা আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তব জগৎ ও শিক্ষাঙ্গনে সমীক্ষা, বিশ্লেষণ ও বিতর্কের একটা বিষয়।

জাতিসংঘের ভূমিকাকে শিক্ষকরা কীভাবে দেখেন তা বিবেচনা না করেই এ কথা বলা যায় যে, দশকের পর দশক ধরে সমগ্র বিশ্বে মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক-পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষকরা এই সংজ্ঞা সম্পর্কে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। ১৯৪৫ সালে ৫১ সদস্য নিয়ে যাত্রা করে ২০১১ সালে নবতম সুদানকে নিয়ে জাতিসংঘের সদস্য এখন ১৯৩। জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি সংস্থাটি পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক গতিবিদ্যার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়েও নিয়েছে। সংস্থাটি শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার, মানবিক সাহায্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আরো অনেক ক্ষেত্রে তার কাজ বিস্তৃত করছে। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে জাতিসংঘের ইতিহাস, কাঠামো ও কার্যাবলি

সম্পর্কেও আগ্রহ বেড়েছে। জাতিসংঘ আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের গঠন, কাঠামো ও কার্যাবলির সৃষ্টিতত্ত্ব এবং সামগ্রিকভাবে এই সংস্থার প্রাসঙ্গিকতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানক্রম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও অন্যান্য পাঠ্যশাখায় অধ্যয়নের একটা মৌলিক বিষয় হয়ে রয়েছে। প্রথাগতভাবে, ছাত্ররা জাতিসংঘের প্রকাশনাসহ বই-পুস্তক ও নিবন্ধ থেকে জাতিসংঘের ইতিহাস ও বিশ্লেষণ এবং এর অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছে। কিন্তু নিউইয়র্ক সিটির পার্শ্ববর্তী এলাকার ছাত্রদের জন্য জাতিসংঘ সদর দপ্তর একদিন ঘুরে দেখার মধ্যেই সাধারণ পরিষদ ভবন এবং নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ও অছি পরিষদসহ প্রধান প্রধান চেম্বার সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচিতি লাভের সুযোগ রয়েছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে যথার্থ পরিভ্রমণের মাধ্যমে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালি সম্পর্কে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

প্রথাগত শিক্ষাক্রম ও ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য জাতিসংঘ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে সহায়তা দিয়ে যেতে থাকলেও তাতে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জাতি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী বৈচিত্র্যমণ্ডিত অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে বৈশ্বিক নীতি প্রণয়ন কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছাত্রদের কল্পজগতের গভীর অনুসন্ধিৎসা ও উত্তেজনার আংশিক পূরণ হয় মাত্র। জাতিসংঘ ব্যবস্থার ভেতরে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ছাত্ররা নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ কীভাবে পেতে পারে? শিক্ষকরা এখন থেকে কিছুকাল ধরে যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন তা এক গভীরতর চাহিদার মধ্যে নিহিত রয়েছে। শিক্ষার বিষয়গুলো ছাত্রদের শিক্ষাদান ও জ্ঞানার্জনকে সেই সত্যিকার বিশ্বের প্রাসঙ্গিক করতে চাইছে, যেখানে তারা স্নাতক হবে, কর্মসংস্থান করবে এবং পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবন গড়ে তুলবে। উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমবর্ধমান হারে অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করছে, যা ছাত্রদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র ও সংস্থায় তত্ত্বীয় জ্ঞান প্রয়োগের সরেজমিন অভিজ্ঞতা দান করছে। এটা ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে করা হয়, যাতে ছাত্রদের সংস্থার কাজে সহায়তাদানে সময় ব্যয় ও শিক্ষানবিশির মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের সুযোগ দেয়া হয়।

অভিজ্ঞালব্ধ শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষণ বিজ্ঞানের সুবিধা বিষয়ক পুস্তকে এর অনেক সুফল তুলে ধরা হয়। এমনকি, ছাত্র ও অন্যরা কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকে সবচেয়ে সরাসরি সুফল হিসেবে দেখলেও এর অভিঘাত আরো গভীর। ইন্টার্নশিপের পক্ষে সবচেয়ে জোরালো কথা হলো, তা রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ ও অনুধাবনে ছাত্রদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করে।' সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব ছাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের নিয়োজিত থাকা এবং ধারণ সংখ্যায় সহায়তা করার সম্ভাবনা বেশি। ছাত্রদের এ ধরনের অভিজ্ঞতালব্ধ সুযোগ দেয়ার জন্য অনেক কর্মসূচিতে ইন্টার্নশিপ সৃষ্টি করা হয়। জাতিসংঘে ইন্টার্নশিপের সুযোগ রয়েছে, ছাত্ররা এ জন্য আবেদন করতে পারে। চমকপ্রদ সুযোগ থাকলেও বোধগম্যভাবে সেগুলো প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রধানত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রদের জন্য। পরিকল্পনা ও উপকরণ সংস্থানের দিক থেকে অনেক ছাত্রের জন্য তা সম্ভাব্য পছন্দ নাও হতে পারে।

ছাত্রদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সুযোগদান এবং এ ধরনের বহুমুখী ও গভীরতর অভিঘাতের সুরাহা করার যে দীর্ঘস্থায়ী ও অনবদ্য হাতিয়ার তা হলো মডেল জাতিসংঘের অভিজ্ঞতা। জাতিসংঘ সৃষ্টি হওয়ার আগেই ১৯২০-এর দশকে আইভি লীগ স্কুলের এক দল ছাত্র মডেল লীগ চালু করে যা পরবর্তীকালে মডেল জাতিসংঘের অঙ্গীভূত হয়। ছাত্ররা জাতিসংঘ ও এর সংস্থাগুলোর সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে ছায়া ভূমিকায় নিয়োজিত হয় এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হওয়া সত্যিকার সমস্যা মোকাবেলা করে। অনেকক্ষেত্রে এর মধ্যে ঘোরতর সংঘাত বেঁধে যাওয়া বা বিশ্বব্যাপী কোনো ব্যাধির প্রাদুর্ভাবজনিত সঙ্কটসঙ্কুল পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত থাকে, অংশগ্রহণকারীদের কাছে যেগুলো বিপুল চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে একটা সীমিত সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তির প্রত্যাশা করা হয়। কূটনৈতিক আলোচনায় সরেজমিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রদত্ত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি অবস্থানপত্র তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দক্ষতার সুফল উপলব্ধি, আলোচনা ও সঙ্কট নিরসনের সুযোগের ব্যাপারে ছাত্রদের প্রত্যাশা বৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্য এবং আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও ইউরোপে মডেল জাতিসংঘ সম্মেলনের জোয়ার সৃষ্টি হয় এবং এর বিস্তৃতি ঘটে। ১৯৯২ সালের একটি হিসাব অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের এক লাখের বেশি ছাত্র বছরে ১৫০টির বেশি মডেল জাতিসংঘ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। নিউইয়র্ক সিটিতে জাতীয় মডেল জাতিসংঘ সম্মেলনে সারা বিশ্বের ৫ হাজারের বেশি ছাত্র অংশ নেয়। মডেল জাতিসংঘের কোনো কর্মসূচির কাঠামো ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকলেও মূলত তা জাতিসংঘের প্রকৃত কার্যপ্রণালি, বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের ভূমিকা ও অংশগ্রহণকারী

ব্যক্তি, অগ্রাধিকার মূল্যবোধের বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে বৈশ্বিক নীতি প্রণয়নের পরিবর্তন সম্পর্কে ছাত্রদের 'অভিজ্ঞতা' অর্জনের সুযোগ দেয়। শ্রেণির আয়তনের ভিত্তিতে, উদাহরণ হিসেবে, নিরাপত্তা পরিষদের কার্যাবলি অনুকরণের জন্য, ছায়া ভূমিকায় অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ছোট হতে পারে; বৃহত্তর গ্রুপগুলো সব সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত জাতিসংঘ সংস্থার প্রতিনিধিত্ব এবং সাধারণ পরিষদের ভূমিকা পালন করতে পারে। ছাত্ররা প্রতিনিধিত্বকারী দেশের কূটনীতিকের ভূমিকা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় অগ্রাধিকার ও স্বার্থ এবং বিশ্ব এজেন্ডায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপিত বিষয়গুলো তুলে ধরে। আর শিক্ষকদের করণীয় হলো ছাত্রদের জাতিসংঘের কাঠামো ও কার্যাবলি, প্রধান প্রধান বৈশ্বিক বিষয়ের সমকালীন অবস্থা তুলে ধরা এবং অনুকরণ প্রক্রিয়া ও তার লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া। ছাত্ররা সচরাচর তাদের ক্যাম্পাসে নকল সম্মেলন পরিচালনা করে এবং অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছোট-বড় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এসব বিষয় সম্পর্কিত শিক্ষা উপকরণ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসংঘ সমিতির দেয়া প্রকাশনা ও প্রতিনিধি পুস্তিকা অনুকরণ ও ছায়া ভূমিকার প্রস্তুতি গ্রহণে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রদান করে।

মডেল জাতিসংঘের অভিজ্ঞতার একটি মৌলিক দিক হলো বাচনিক ও লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করা। সম্মেলন চলাকালে ছাত্ররা ছোট-বড় গ্রুপে বিভক্ত হয়ে আলোচনায় নিয়োজিত হয়, তারা গবেষণা ও ধারণা বিনিময়, সমাধান উপস্থাপন এবং লিখিতভাবে অবস্থানপত্র ও যুক্ততর্ক তৈরি করে। প্রস্তাব গ্রহণ করানোর লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীদের নীতিনির্ধারণী বৈঠকে মিলিত হতে হয়, আবেগপূর্ণভাবে তাদের দেশের অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব ও পক্ষাবলম্বন করতে হয় এবং কার্যকরভাবে তাদের অবস্থান তুলে ধরতে হয়। সম্মেলন চলাকালে এ ধরনের অনুশীলনের ফলে প্রয়োজনীয় যে দক্ষতা গড়ে ওঠে তা সারাজীবনের জন্য স্থায়ী হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হিসেবে, মডেল জাতিসংঘের সঙ্গে কাজ করলে তা তাদের আস্থার সঙ্গে নীতি সংক্রান্ত সঙ্গতিপূর্ণ ধারণার বিকাশ ও উপস্থাপনে সহায়তা করে। তাদের ক্ষেত্রে এটা এমন এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা যা উচ্চ বিদ্যালয়ের অতি

অল্প সংখ্যক অন্য সংগঠন দান করতে পারে। এটা তাদের আন্তর্ব্যক্তি সম্পর্ক বিকাশের সুযোগ দিয়েছে এবং অন্য স্কুলের প্রণোদিত ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করেছে। মডেল জাতিসংঘ সম্মেলন ও বৈঠক চলাকালে যে বন্ধুত্ব তারা গড়ে তুলেছে তা বন্ধুত্ব ও সহায়তার উৎসে পরিণত হয়েছে, যার সুফল তাদের কলেজে অধ্যয়নকাল ও পরবর্তী সময়েও অব্যাহত থাকে। ফলে মডেল জাতিসংঘের মতো অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার সুযোগ ছাত্রদের পরবর্তী পেশাজীবনের প্রস্তুতিতে দীর্ঘমেয়াদি মূল্য বহন করে।

মডেল জাতিসংঘ থেকে কোন ছাত্ররা উপকৃত হয়? প্রচলিত লোকমতের বিপরীতে মডেল জাতিসংঘের অনুকরণ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্ররা উপকৃত হয়। এ কথা সত্য যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নরত ছাত্রদের স্বভাবতই মডেল জতিসংঘ অভিজ্ঞতার অভিলব্ধ শিক্ষা গ্রহণে নেয়া হয়। শক্তির কূটনীতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে আগ্রহী কোনো ছাত্র শক্তির ভারসাম্যহীনতার বাস্তবতার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে মূল্যবান প্রশিক্ষণ লাভ করে। তারা প্ররোচিতকরণ ও আপোস রক্ষার কলাকৌশল এবং সংঘাত নিরসনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে। তবে এ ধরনের ছাত্রদের জন্য মডেল জাতিসংঘ যে যথাযথ নয়, সে সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে। শান্তি ও নিরাপত্তার বাইরে বিশ্বে স্বাস্থ্য সমস্যা, পরিবেশ ও স্থিতিশীলতার বিষয় এবং উন্নয়ন অগ্রাধিকার স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবেশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছাত্রদের জন্য প্রাসঙ্গিক। মডেল জাতিসংঘ সম্মেলনে অংশ নেয়া ব্যবসা শিক্ষার ছাত্রদের সাক্ষ্যপত্রে এ ধরনের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার অভিঘাতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মডেল জাতিসংঘের অভিজ্ঞতা ব্যবসা শিক্ষার একজন ছাত্রকে বহুবিধভাবে সাহায্য করে বলে অভিঘাত সম্পর্কে সন্দেহ সত্ত্বেও কেউ কেউ নিশ্চিত করেছে। এই অভিজ্ঞতা তাদের গবেষণা, লিখিত ও বাচনিক যোগাযোগ, আলোচনা, কাউকে বোঝানো ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মিথস্ক্রিয়া ও একটি প্রস্তাবে সম্মত হতে অন্যদের রাজি করানোর জন্য নেতৃত্বের গুণাবলি ও দল গঠনের যে দক্ষতার প্রয়োজন তা যে কোনো ব্যবসা বা অন্য পেশার ক্ষেত্রে সহায়ক।

মডেল জাতিসংঘের অভিজ্ঞতালব্ধ পরিমাপকের মাধ্যমে জাতিসংঘ সম্পর্কে শিক্ষাদনের বিষয়টি সীমাবদ্ধতা মুক্ত না হলেও শিক্ষক ও ছাত্রদের অভিজ্ঞতার সফলতার ব্যাপারে একটা অঙ্গীকার নিতে হয়। প্রস্তুতি গ্রহণে সময় লাগতে পারে; শিক্ষাদান এমন স্পষ্ট হতে হবে যে, ছাত্রদের ভূমিকা এবং যার ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়ন করা হবে, সেই প্রত্যাশিত ফল কী হবে তা তাদের বুঝতে হবে। এটা একটা দলবদ্ধ প্রচেষ্টা, আর তাই মূল্যায়নে সে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। 'মঞ্চে যারা সবচেয়ে বেশি বক্তব্য রাখে কেবল তাদেরই পুরস্কৃত করার প্রলোভন শিক্ষকদের সংবরণ করতে হবে।' জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মডেল জাতিসংঘ সম্মেলনে সফল অংশগ্রহণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন একটি পূর্বশর্ত। প্রকৃত অনুকরণ ও ক্যাম্পাসভিত্তিক অনুকরণের সম্ভাবনা টেকসই বিকল্প হতে পারে।

**এরপর পৃষ্ঠা ৬**

# জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

## জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী নিল ওয়াকার কর্তৃক ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের দ্বি-ভাষিক ওয়েবসাইট উদ্বোধন

### ১৬ জানুয়ারি ২০১৪

তথ্য বিতরণের ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটের গুরুত্বকে তুলে ধরে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী নিল ওয়াকার গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে স্থানীয় একটি হোটেলে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের দ্বি-ভাষিক ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সরকারি, এনজিও, গণমাধ্যম, শিক্ষক ও সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধিবৃন্দ এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। জাতিসংঘ সদর দপ্তরের আইএমইউ কর্তৃক ডিজাইন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ওয়েবসাইটটির কন্টেন্ট এডিটরের দায়িত্বে আছেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান। ওয়েবসাইটটি বাংলা ও ইংরেজি ভাষা ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন মেটাতে তৈরি করা হয়েছে।

ওয়েবসাইটটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী নিল ওয়াকার

বক্তব্য প্রদান করছেন আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন

## জাতিসংঘ সাক্ষরতা ও তথ্য সাক্ষরতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

### ২২-২৩ জানুয়ারি ২০১৪

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও সেন্টার ফর ইনফরমেশন স্টাডিজ, বাংলাদেশ (সিস,বি)-এর যৌথ উদ্যোগে গত ২২-২৩ জানুয়ারি ২০১৪ সাভার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে জাতিসংঘ সাক্ষরতা ও তথ্য সাক্ষরতা বিষয়ক এক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সাভারের তিনটি বিদ্যালয়ের ৩০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রোটারিয়ান সিগফ্রিড জিনজ্যাং ও আর্কাইভিস্ট ফ্লোরাস পের্যাডটস। প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা, নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান, সিস,বি-এর পরিচালক মিনহাজ উদ্দিন আহমদ, গবেষণা পরিচালক ড. মু. মেজবাহ-উল-ইসলাম ও গবেষণা সহযোগী এ কে এম নূরুল আলম। দুইদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন সাভার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুল হাসান মোল্লা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা

সমাপণী অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুল হাসান মোল্লা

# বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যক্রমে অবদান রাখায় কাজী আলী রেজাকে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন-এর প্রশংসা

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা জনাব কাজী আলী রেজার অবসর গ্রহণে জাতিসংঘে তাঁর কর্মময় জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ এক প্রশংসা বার্তা পাঠান। এই প্রশংসা বার্তায় বাংরাদেশের জাতিসংঘ কার্যক্রমে জনাব রেজার বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করে মহাসচিব বলেন, তার এই অবদান অনুকরণীয় এবং স্মরণীয়। উল্লেখ গত ৩১ জানুয়ারি ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়াও জাতিসংঘ কান্ট্রি টিম, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র পৃথক পৃথকভাবে আনুষ্ঠানিক ও অআনুষ্ঠানিক সংবর্ধনার আয়োজন করে। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কাজী আলী রেজা স্বপরিবারে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। ইউনিক পরিবারের পক্ষ থেকে তার সুস্বাস্থ্য এবং নতুন কর্মময় জীবনের আশা পোষণ করে ক্রেস্ট ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে কাজী আলী রেজা (মাঝে)

## জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে

স্বপরিবারে জনাব কাজী আলী রেজা ও ইউনিক সদস্যবৃন্দ ফেয়ারওয়েল কেক কাটছেন

ফেয়ারওয়েলে ডিনারে ইউনিক পরিবারের সদস্যবৃন্দ

জনাব রেজাকে ইউনিক-এর পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে

ইউনিক-এর সদস্যবৃন্দ শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করছেন

মডেল জাতিসংঘ ছাড়া জাতিসংঘের কাজে ছাত্রদের নিয়োজিত করে বিশ্বের সক্রিয় নাগরিক হওয়ার সুযোগ দেয়ার অন্যান্য পথ ও উপায় রয়েছে। জাতিসংঘ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার সময় ছাত্রদের বিশ্বজুড়ে জাতিসংঘের উপস্থিতি ও কার্যক্রমের বিস্তৃত পরিসর সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া প্রয়োজন। এগুলোর মধ্যে কেবল শান্তিরক্ষা ও শান্তি বিনির্মাণ নয়, বরং উন্নয়ন, শিক্ষা, লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতায়ন, মানব উন্নয়ন ও নিরাপত্তা, স্থিতিশীল জীবনযাপন এবং মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যের অন্যান্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতা, অনুধাবন ও সক্রিয়তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জাতিসংঘ জনতথ্য দপ্তর এবং ইউএন একাডেমিক ইম্প্যাক্টের (ইউএনএআই) মতো অন্যান্য অধিভুক্ত কর্মসূচিগুলোর দপ্তরের মাধ্যমে ছাত্রদের মানবাধিকার, শিক্ষা, স্থিতিশীল জীবনযাপন ও সংঘাত নিরসনে মূল্যবোধ বৃদ্ধির প্রকল্পের মাধ্যমে একটা ভিন্নতা সৃষ্টিতে নিয়োজিত করার একটা অনবদ্য সুযোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর রয়েছে। ইউএনএআই এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার দেয়া অন্যান্য সুবিধার মাধ্যমে সারা বিশ্বের ছাত্ররা সম্মেলনে অংশগ্রহণ, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সমপর্যায়ের ছাত্রদের সঙ্গে নিয়োজিত হওয়ার, বিশ্বে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ধারণা বিনিময়, তাদের বক্তব্য শোনানো ও অনুকূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে নেতৃত্বদানের সুযোগ লাভ করে। ইউএনএআইর মতো উদ্যোগগুলো বিভিন্ন শিক্ষায়তনিক প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রদের নিজ নিজ সমাজে অনুকূল পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে তাদের নিয়োজিত করছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে উন্নয়নশীল বিশ্বের পল্লী এলাকায় বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎ যন্ত্র স্থাপন করা, প্রতিনিধিত্ব কম আছে এমন ছাত্রদের নিউজার্সিতে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ অনুসন্ধান করে দেখার পরামর্শ দেয়া। এ ধরনের কর্মসূচি জাতিসংঘ সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষগ্রহণ ও শিক্ষাদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে।

এ কথা স্বীকার্য যে, গান্ধীর পথ ধরে তারা বিশ্বে যে পরিবর্তন ছাত্ররা দেখতে চায় তার প্রতিনিধি হতে এবং সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমে অহিংস পথে সংঘাত নিরসনে আগামী দিনে দক্ষ নেতা হতে নিজেদের শিক্ষার দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই গ্রহণ করার সুযোগ দানের উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্থাপন করছে।

---

লেখক : **রেখা দত্ত**
যুক্তরাষ্ট্রের মন মাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক

# উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ব নাগরিক শিক্ষা

বিশ্ব নাগরিক শব্দদ্বয় প্রাচীনকালের হলেও মাত্র সাম্প্রতিক দশকগুলোতে শিক্ষায়তনিক মহলে তা ব্যাপক ব্যবহার অর্জন করেছে। অনেক মিশনের বিবৃতি এটা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য এবং তা কোনো ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাব্যক্তি নয় বরং অন্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকার সচেতনতা হিসেবে একটি ব্যক্তিগত জীবনধারারূপেও একটা পরিচিতি লাভ করেছে। শব্দ দুটি এ ধরনের সাধারণ ব্যবহারের দরুন গতানুগতিক কথায় পরিণত হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় আমি মনে করি যে, আমরা যাকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে বোঝাই, সেই ব্যাপকার্থে শুরুতেই এটাকে সংজ্ঞায়িত করা উচিত। মানুষের এখনো বিশ্ব নাগরিক হিসেবে উদ্ভব না হলেও এটা কি বিশ্ব পরিচিতির একটা শরিকানামূলক বোধ? এটা কি কোনো অভিন্ন সর্বজনীন মূল্যবোধের প্রতি একটা অঙ্গীকার? অথবা সাম্প্রতিক সময়ের আগে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো বিশ্ব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যা উপস্থাপন করেনি। তার চেয়ে আরো ব্যাপক ও সামুদয়িক প্রেক্ষিত থেকে বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার লক্ষ্যে এটা কি নিকটবর্তী হওয়ার, গ্রহণ করার ও প্রচেষ্টা চালানোর কোনো উপায়? উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাষায় এবং তারা যেভাবে তুলে ধরে তদনুযায়ী, আমরা আমাদের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত শেষোক্ত সংজ্ঞায় মনোনিবেশ করব।

এখানে আমরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ৩০ বছর বা অনুরূপ সময় আগেকার আন্তর্জাতিক বিষয়ক শিক্ষাক্রম পরীক্ষা করে বিশ্বে যা কিছুই ঘটেছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ন্তা হিসেবে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর ওপর অতিমাত্রিক গুরুত্ব দেখতে পাই। এমনকি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে অন্যান্য পক্ষের মূল্যে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আলোচনাকে বোঝান হতো, যেসব পক্ষকে বাদ দিয়ে রাখা দুর্ঘটনাজনিত ছিল না। বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ও সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো বলে বিবেচিত হয়ে থাকলেও তারা ছিল ছোটখাটো এবং আন্তর্জাতিকভাবে কথা বলার সুযোগ ছিল খুব সামান্য বা আদৌ ছিল না। জাতিসংঘের বিশ্ব সম্মেলন থেকে, বহুপক্ষীয় সংস্থার এনজিওগুলোর স্বীকৃতি ও প্রতিনিধিত্ব এবং নীতি প্রণয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মধ্য

দিয়ে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। এলাকাভিত্তিক সমীক্ষা ছিল কেতাদুরস্ত, অথচ আজকে উপেক্ষিত না হলেও তারা অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যার প্রধান কারণ হলো ক্রমবর্ধমান হারে এই উপলব্ধি যে, অঞ্চলগুলো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়। শিক্ষাক্রমে জ্বালানি ও পরিবেশের উপস্থিতি দেখা যেত কদাচিৎ, অথচ এখন এগুলো বিশ্বের ভাগ্যের কথা না বললেও উন্নয়ন, রাজনীতি ও নিরাপত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং এগুলোকে প্রভাবিতও করে। আন্তর্জাতিক আইন ছিল হালকা খাত, চুক্তির বাস্তবায়ন ও ব্যাখ্যায় তার প্রয়োগ ছিল কিছুটা সীমিত এবং আজকের মতো বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে এতো বিস্তৃতভাবে প্রসারিত ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ভুত ২০১৩ সালের বিশ্ব উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন এবং সে কারণে অনেক বেশি জটিল। যার সুবিধাগত অবস্থান থেকে 'আন্তর্জাতিকীকৃত, 'বিশ্বায়নকৃত', 'উদারনীতিকীকৃত' হিসেবে বর্ণিত বাজারের বিস্তার ও উৎপাদনের বিশ্বায়ন, সীমান্ত অতিক্রমী মুদ্রার প্রবাহ, অর্থায়ন বাণিজ্য ও মানুষ যোগাযোগ ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে জ্ঞান ও নব নব প্রবর্তনের রূপান্তরমূলক অভিঘাতের সঙ্গে মিলে আমাদের এ যাবৎকালের পরিচিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট পাল্টে দিয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্ব শাসন নিয়ন্ত্রণ সরকারগুলো ক্রমবর্ধমান হারে স্থলাভিষিক্ত হয়ে সব মানবিক কর্মকাণ্ডকে আওতাভুক্ত করছে।

অনেকজন ও বেসরকারি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উপরাষ্ট্রিক ও আধিরাষ্ট্রিক অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি এখনো উদ্ভূত হতে থাকা হাইব্রিড 'সার্বভৌমোত্তর' শাসন ব্যবস্থার রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে। এদের মধ্যে এনজিও, সমিতি, ক্ষতিগ্রস্ত গ্রুপ : নারী অধিকার, শিশু অধিকার, পরিবেশ অধিকার নিয়ে উদ্বিগ্ন মোর্চা ও জাতি অতিক্রমী সপক্ষতা নেটওয়ার্ক : আদিবাসী জনগণ ও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বকারী সমাজভিত্তিক গ্রুপ : গির্জা ও ধর্মীয় গ্রুপের মতো ধর্মভিত্তিক গ্রুপ : ট্রেড ইউনিয়ন ও পেশাজীবী সমিতি : সামাজিক আন্দোলন (শান্তি আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, গণতন্ত্রপন্থি আন্দোলন) এবং মানবাধিকার ভোগে সরাসরি অবদান রাখে এমন পেশাজীবীরা (মানবিক কর্মী, আইনজীবী, চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মী) রাজনৈতিক মনোযোগ লাভ ও প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। শ্রেণি, লিঙ্গ, জাতিসত্তা, ধর্ম ও আন্তঃসংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ বিশ্বের ভূখণ্ডবিহীন সম্প্রদায়গুলো, অন্যান্যের মধ্যে, জাতীয় সম্প্রদায়গুলোর ওপর নিজেদের চাপিয়ে দিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, ২০ কোটির বেশি মানুষ নিজ দেশের বাইরে ভিন্ন দেশে বাস করে। জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার দপ্তরের হিসেবে, বিশ্বে উদ্বাস্তুর সংখ্যা দেড় কোটির বেশি এবং এর দ্বিগুণ সংখ্যক লোক অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত।

জলবায়ু পরিবর্তন, বন উজাড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, পানি সম্পদ হ্রাস ও মরুবিস্তার এবং একই সঙ্গে এদের সৃষ্ট পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সম্পর্কের মতো সীমান্ত অতিক্রমী বিষয় ও সমস্যাগুলো আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক এজেন্ডায় নতুন স্থান অর্জন করেছে। বিশ্বকে একটি একক আধার হিসেবে জায়মান অথচ বিস্তৃতিপ্রবণ সমঝোতো এবং ধারণা ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নিরাপত্তা, সীমানা, জনগণ ও প্রতিষ্ঠানের চিরাচরিত উদাহরণকে প্রসারিত করার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনা বাড়িয়ে তুলছে। ব্যক্তির সুরক্ষা ও কল্যাণসাধন এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধানের একটি ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করেছে। জনকেন্দ্রিক মানব নিরাপত্তার আরো বেশি পরিবেষ্টনশীল ও অনস্বীকার্য।

আজকে আমরা জানি যে, এই বিশ্ব কোনোভাবেই 'নন-স্টেট বিশ্ব' নয়। বরং বিশ্ব পুরনো ও নতুনের, সঙ্কীর্ণতা ও উন্মুক্ততা, ধারাবাহিকতা, পরিবর্তনশীলতা ও মতানৈক্যের এক জটিল মিশ্রণ। অনুরূপভাবে, আমাদের আন্তর্জাতিক শাসন প্রতিষ্ঠানগুলো বহুস্তরবিশিষ্ট পুরনো কাঠামোর এক অদ্ভুত মিশ্রণ এবং ক্রমবর্ধমান হারে খণ্ডিত ও বিকেন্দ্রিক নতুন ব্যবস্থায় আসছে দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রক্রিয়া। ব্যক্তিবিশেষ কোনো এলাকায় বসবাস করতে পারে, তবে তারা বিশ্ব বিস্তৃত বৃহত্তর নেটওয়ার্ক এবং সম্মিলিত ধরনের স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিচিতি ও সংহতি সম্পর্কে সচেতন এবং তাতে অঙ্গীভূত হচ্ছে। এসব অনিষ্পন্ন রূপান্তরের এক বিশদ চিত্র দেখা যাবে মাসট্রিখ্ট চুক্তিতে, যাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নাগরিক সম্পর্কিত ধারণা তুলে ধরা হলেও তাকে জাতীয় নাগরিকত্বের স্থলাভিষিক্ত করা হয়নি। এতে ইইউর একজন নাগরিককে বৈষম্যহীনতার সাধারণ অধিকার, অবাধ চলাচলের সীমিত অধিকার, ইইউ সদস্য দেশের অধিবাসী হওয়ার এবং কয়েকটি রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সদস্য নয় ও সদস্যদের নাগরিকত্বের অধিকার ও সুবিধাদির সুযোগ দেয়ার ইইউভুক্ত অনেক দেশে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা জাতীয়ভাবে পরিচালিত একটি বিষয় হলেও এর প্রতিষ্ঠানগুলো এই 'দেশ অতিক্রমী আন্তঃসংযোগ' থেকে মুক্ত নয়। 'পুঞ্জীভূতকরণ' কোনো গুঞ্জনধ্বনি নয়। জনমিতিগত প্রবণতা বিশ্ব ছাত্র জনসংখ্যার কাঠামো, লৈঙ্গিক ও সামাজিক পটভূমি বদলে দিয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রভর্তির সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ২০১৫ সালে ২৬ কোটি ২০ লাখে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারত ও চীনসহ দক্ষিণে এই বৃদ্ধির বেশিরভাগ ঘটবে, যা হবে বর্ধিত সংখ্যার অর্ধেক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও আন্তর্জাতিক ছাত্রসংখ্যার নাটকীয় বৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ৪০ লাখের বেশি ছাত্র পড়াশোনার জন্য বিদেশে যাচ্ছে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এই সংখ্যা ২০১৫ সালে ৮০ লাখে পৌঁছাবে। এদের মধ্যে অনেক ছাত্র ব্যবসা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির সুযোগ দেয়া পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি প্রলুব্ধ হচ্ছে। ছাত্রদের এই চলাচলের সঙ্গে বিস্তৃত হচ্ছে শাখা, ক্যাম্পাস, কেউ কেউ পূর্বাভাস দিয়েছেন যে, এটা মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার চিরাচরিত উৎস দেশগুলো নিজেদের উচ্চশিক্ষা সামর্থ্য গড়ে তুলতে শুরু করায় ছাত্রদের এতোদিন ধরে পূর্ব থেকে পশ্চিম অভিমুখে যাওয়ার যে প্রবণতা তাকে পাল্টে দিতে পারে। ক্রমবর্ধমান ব্যয়, আর্থিক টানাপোড়েন ও বর্তমানে বিদ্যামান নতুন উদার 'প্রচলিত প্রাজ্ঞতা' 'বিশ্বব্যাপী বেসরকারি উচ্চশিক্ষা ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারিকরণ নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে।'

ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তিও শিক্ষা পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটাচ্ছে এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ আরো বেশি নাগালে নিয়ে এসেছে, যার প্রমাণ হলো ব্যাপক উন্মুক্ত অনলাইন কোর্সের দ্রুত বৃদ্ধি। বস্তুত জ্ঞান ও তথ্যচালিত এবং বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আর ব্যক্তির সাফল্যের স্প্রিংবোর্ড বলে ভাবা হয়

না, বরং এগুলো বিশ্বে অর্থনীতির চালক হিসেবে অবদান রাখবে ও চালিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।

দ্রুত পরিবর্তনশীল এই প্রেক্ষাপটে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে যুক্তিসঙ্গতভাবে কী প্রত্যাশা করা যায়? বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এমন জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতা দান করতে হবে, যা স্নাতকদের আমাদের দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ ও বিশ্বে কার্যকরভাবে কাজ করতে সমর্থ করবে। এর অর্থ হলো, এই বিশ্বকে তার আন্তঃসংযোগের পূর্ণ জটিলতায় উপলব্ধি করার লক্ষ্যে ছাত্রদের সামর্থ্যকে সংবেদনশীল ও শাণিত করতে হবে, একই সঙ্গে সার্বভৌমত্ব ছাড়ানো জটিল বিষয়গুলোর সঙ্গে অধিকতর পরিচিতিকে লালন এবং বৈশ্বিক নিরিখে পেশা ও বৃত্তি সংক্রান্ত কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ক্ষমতায়ন করতে হবে। বিশ্বের প্রেক্ষিতে চিন্তা করার জন্য প্রশিক্ষণ পেশাজীবীকে সমর্থ করে এবং ব্যক্তিকে গড়ে তোলে। এজন্য মানবতার চর্চা প্রয়োজন। অর্থাৎ নব আবিষ্কার ও কৌতূহল, সংলাপ ও বিতর্ক, জটিল আলোচনা ও সাংস্কৃতিক সহনশীলতা, নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্বের ওপর স্পষ্ট মনোযোগ এবং জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রণালিকে উৎসাহিত করা। ব্যাপকহারে মৌলিক বা প্রায়োগিক বৃত্তির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরো কার্যকরভাবে সীমান্ত অতিক্রমী সমস্যা নিয়ন্ত্রণ ও সমাধানের প্রচেষ্টায় অবদান রাখার মতো এক অনবদ্য অবস্থানে রয়েছে। এসব সমস্যার গুটি কয়েক হলো সাইবার নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন ও সীমান্তের এপার-ওপার অভিবাসন। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর, জাতিসংঘের সর্বশেষ মানব উন্নয়ন রিপোর্টের ভাষায় 'সঙ্গতিপূর্ণ বহুত্ববাদ' ও 'দায়িত্বশীল সার্বভৌমত্ব' অর্জনের উপায় চিহ্নিতকরণে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সংক্ষেপে, বিগত ৩০ বছর ধরে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা এটাই অর্জন করতে চেয়েছি। বিশ্ব বিষয়ক কর্মসূচিতে আমাদের যে মৌলিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো, কেবল সরকার নয় বরং রাষ্ট্রবহির্ভূত অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ যেসব প্রবল

চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এবং যেগুলোতে জড়িয়ে আছে সেগুলোর সমাধান চিহ্নিত ও বাস্তবায়ন করা। সীমান্ত অতিক্রমী নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও মানবিক সাহায্য, শান্তি বিনির্মাণ, আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার, জ্বালানি ও পরিবেশ এবং এসব ক্ষেত্রে সরকার ও বেসরকারি খাতের ভূমিকার প্রতি নিবদ্ধ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত আন্তঃবিষয় সংশ্লিষ্ট মনোযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক শিক্ষায়তনিক প্রশিক্ষণকে আমরা বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে একত্র করতে চাই। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষায়তনিক বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীরা শিক্ষা দেন, তাঁরা সমস্যা সমাধানে গ্রুপভিত্তিক প্রকল্প এবং অংশগ্রহণ ও সহযোগিতামূলক উদ্যোগকে উৎসাহিত করেন। এসব হাতিয়ারের সম্পূরক হলো বিদেশে মাঠ পর্যায়ে স্বল্পকালীন সফর, সরেজমিন পরিদর্শন এবং কর্মরত পেশাজীবীদের লেকচার। শ্রেণিকক্ষ এবং সত্যিকার বিশ্বের মধ্যে ব্যবধান দূর করাই মূল কথা।

এ কথা ভালোভাবেই বোঝা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে সুবিস্তৃত শিক্ষাব্যবস্থায় দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আছে তার কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে এসব কাজ সম্পন্ন করা যাবে না। শিক্ষার সব পর্যায় এই বিশাল কর্মযজ্ঞের অংশ। বিশ্ব নাগরিকত্ব লালন যে মহাসচিব বান-কি মুনের বিশ্ব শিক্ষা বিষয়ক প্রথম উদ্যোগের প্রধান তিনটি লক্ষ্যের অন্যতম তা বিস্ময়কর নয়। ২০১২ সালে জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার নিবিড় সহযোগিতায় এই উদ্যোগ প্রণয়ন ও চালু করা হয়েছে। উদ্যোগের অপর দুটি লক্ষ্য হলো শিক্ষার সুযোগ প্রসার ও শিক্ষার মান উন্নত করা। মহাসচিবের যে বক্তব্য এই নিবন্ধকে শক্তিশালী করেছে তা হলো, 'যেসব ব্যক্তি কেবল লিখতে, পড়তে ও গণনা করতে পারে তাদের তৈরি করাই শিক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। শিক্ষাকে অবশ্যই রূপান্তরমূলক হতে হবে এবং শরিকানামূলক মূল্যবোধ জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে। শিক্ষাকে এই বিশ্ব এবং যাদের জন্য যাদের সঙ্গে আমরা তা ভাগাভাগি করি তার জন্য আমাদের সক্রিয় যত্ন লালন করতে হবে।... মানুষকে একবিংশ শতকের পরস্পরযুক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহযোগিতা করার জন্য এটাকে প্রয়োজনীয় উপলব্ধি, দক্ষতা ও মূল্যবোধ দিতে হবে।'

---

**লেখক পরিচিতি**

ভেরা জেলিনেক নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান ও পেশাগত শিক্ষা স্কুলে বিশ্ববিষয়ক কেন্দ্রের ডিন। জ্যাকুয়েস ফরমার‍্যান্ড নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান ও পেশাগত শিক্ষা স্কুলের বিশ্ব বিয়স সংক্রান্ত বিশ্ব বিষয়ক কেন্দ্রের মাস্টার্স অনুষদে জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর আমেরিকা বিষয়ক দপ্তরের ভূতপূর্ণ পরিচালক।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: Kazi Ali Reza, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org